বাংলাপাঠকের মনোরঞ্জনের, বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন — "বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একটি সামান্য সাময়িক ঘটনা নয়, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।"

উপসংহার → বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও রোমান্স, তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধ, সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখেন, পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করে উপন্যাসের রূপ, রীতি তিনি গড়ে তোলেন, তা এখনো দাপট বজায় আছে। কিছুটা মূলবর্ম অনুসরণে সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস অনুবাদের মাধ্যমে সারা ভারতে প্রচারিত হয়েছে। ইংরাজি ভাষায় অনুবাদের মতো পাশ্চাত্য জগতে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের কাছে আসতে নেই, ঔপনিবেশিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমকে কথাসাহিত্যের পিতামহ বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

****

← [illegible]

'সাম্য' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৪), 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' অবশেষে 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামে, (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশিত হয় (১৮৯২), বিষয় এবং আঙ্গিক উভয়দিক থেকেই বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি অন্যান্য উদ্ভাবনের,

বিষয়বস্তু: কৌতুকরস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ অবলম্বন করে লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোক-রহস্য' (১৮৭৪) ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' (১৮৮৪), 'হাস্য, কৌতুক রসের রহস্য' মাঝেমাঝে কিছু বিদ্রূপ ও পুষ্টিকর্ম স্থান পেয়েছে, স্বেচ্ছাচারী- ও মূঢ়, মূর্খ বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তিনি সবচেয়ে বেশী আঘাত দিয়েছেন, মিশ্রিত ভাবে ব্রাহ্মার চেয়ে আছে হাস্যকৌতুকের অবাধিল প্রবাহ। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে' এক মূর্খ কিন্তু চতুর ব্যক্তির কথা হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে। তবে যে গ্রন্থ তাঁকে কালজয়ী করেছে তা — 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), পরে এতে 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' যুক্ত হয়ে মোট গ্রন্থটি ২৮-তম সালে 'কমলাকান্ত' নামে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটির পেছনে প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক টি-কোয়েন্সির 'Confessions of an English Opium Eater' → এর যৎসামান্য প্রভাব আছে। টি-কোয়েন্সি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতেন, মাঝে মাঝে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতেন, কমলাকান্তও আফিমখোর, এই টুকু সাদৃশ্য।

Sunday 03

সাময়িকপত্র → বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) পত্রিকায় একদিকে যেমন প্রকাশিত হত সৃজনধর্মী রচনা, অন্যদিকে তেমনি হত আলোচনা সাহিত্য সমালোচনার

উপন্যাসিকী গল্পের কাহিনীকে নানা-ভাবে বিকশিত ও ব্যাপ্ত করে তোলে, ঘটনার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ঘটনাবহুল, ঘটনার নাটকীয় ক্রম ও মেরুকরণ, উত্থান-পতন-ক্রম সংঘাত সৃষ্টির দিকে তাঁর প্রবণতা আছে; আবার বঙ্কিম আলৌকিকতার স্পর্শ দিয়ে রহস্যের আভা বিস্তার তিনি করেছেন,

পাঁচ • বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আকারে খুব বড় না হলেও ঐগুলির মধ্যে মহাকাব্যিক বিস্তার ও উদাত্ততা অনুভব করা যায়,

ছয় • বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শেক্সপীরীয় নাটকের গভীর প্রভাব পড়েছে, পাশ্চাত্যের কোন লেখকদের মধ্যে বঙ্কিম আদর্শরূপে অনুসরণ করার মানসিকতা তবে তিনি শেক্সপীয়র, অনেকের মতে তাঁর উপন্যাসগুলি উপন্যাসের আকারে উৎকৃষ্ট নাটক,

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র :→

বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয় অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি, সেইসব প্রবন্ধের রচনারীতিও বিভিন্ন প্রকারের, বঙ্কিমচন্দ্র তিনি যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন আবার বঙ্কিমচন্দ্র সরস ভঙ্গিতে নির্মল হাস্যরসের অবতারণা করে পরিবেশন করেছেন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী, তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলি হল

(১) 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), (২) 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), (৩) 'বঙ্গদর্শনের দপ্তর' (১৮৭৫), (৪) 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৭),

মনে হয়, তবে সে প্রভাব বহিরঙ্গ। বঙ্কিমের জীবনচেতনার গভীরতা অতিক্রম করেনি। বঙ্কিমের জীবনচেতনার গভীরতা সর্বত্র নেই, ডিকেন্সের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-চিত্তের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল না।

দুই• বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত দুইজাতীয় উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস ঐতিহাসিক রোমান্স, সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস সাধারণ অনেক কম। অনেকে ভারতের রোমান্সগুলির অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নয়। তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সগুলির বিষয় একটি প্রেমকাহিনি ছিল, সেকালের ইতিহাসের মুখ্যপুরুষেরা নানা রোমান্সকর কাজ করত, অতি সহজেই বীরত্ব দেখাতে পারত। সে যুগের ঐশ্বর্য সম্পদ, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভোগ-বিলাসের মধ্যেও বর্ণাঢ্য বিচিত্র সৌন্দর্য ছিল, ইতিহাসকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় উপন্যাসগুলিতে কল্পনার রঙে রসে মানবজীবনের বিচিত্র ঠুলি এঁকেছেন।

তিন• বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে সমাজসমস্যার প্রসঙ্গ থাকলেও তা জীবনটিকে ঘিরে উঠে কেবলমাত্র বিতর্কমূলক ও প্রশ্নমূলক হয়ে পড়েনি, আসলে সীমিত আবেগ জীবনের প্রতি বঙ্কিমের আকর্ষণ ছিলনা, তাঁর সামাজিক উপন্যাসেও তাই ঘটনাগত চাঞ্চল্যে কাহিনীর কাঠামোতে রোমান্সের ছায়া পড়েছে।

চার• বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠন-রীতির বিশিষ্টতা লক্ষ্যণীয়, তাঁর উপন্যাসে সর্বত্র প্রধানই একমুখী কাহিনী-নির্মিতি ঘটেছে। একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার কেন্দ্রে সমগ্র কাহিনীটি আবর্তিত, অর্থাৎ, যাকে আজ সুষম গঠন বলে চিহ্নিত করা যায়।

লিখতে পারেননি, ঐতিহাসিক রোমান্সের রাজ্য তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তবে বঙ্কিমের রোমান্স হলেও ইংরাজীর ব্যক্তিপ্রেমের সমস্যাই সেখানে প্রধান, বিষবৃক্ষ, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইলে যে সমস্যা পুরুষের, চোখেরবালিতে নারীর জীবন ও তাদের সেই একই সমস্যা আবর্তিত, কিন্তু ইন্দিরা ও যুগলাঙ্গুরীয়ে এ গভীর তরল রসের প্রাধান্য, সম্ভবত শিল্পী-প্রাণের অনিকেত বিশ্রাম-কামনা, এই দুটি ক্ষুদ্র রচনার জন্ম দিয়েছে। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে বাঙালী হিন্দু সেকালে বহু গৌরবপূর্ণ কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এবং দুর্গত জনগণের সেবা করতে চেয়েছে।

শিল্পীর মন ও ইতিহাসের বিচার →

১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' যখন প্রকাশিত হল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এ জাতীয় উপন্যাস বঙ্গভাষায় কেহই অগ্রে দেখে নাই।'

ঐতিহাসিক ভূমিকা ও শিল্পীমনের বিশিষ্টতা সমূহ →

এক. ইংরাজি উপন্যাস পাঠের ফলেই বাংলায় উপন্যাস লেখার উৎসাহ তিনি বোধ করেছেন, এরকমটিক, স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতির উপন্যাস তিনি আগ্রহভরে পাঠ করেছিলেন, স্কটের কিছু প্রভাব তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সগুলির উপরে পড়েছে বলে

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র :→

তিনি মোটকথা মোট ১৪ টি উপন্যাস রচনা করেন, তাঁর লেখা উপন্যাসগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা →

(১) ইতিহাস ও রোমান্স আশ্রিত উপন্যাস :→

(১) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), (২) 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), (৩) 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), (৪) 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), (৫) 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), (৬) 'রাজসিংহ' (১৮৮২)

(২) তত্ত্বমূলক উপন্যাস → (৭) 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) (৮) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), (৯) 'সীতারাম' (১৮৮৭)

(৩) সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবন বিষয়ক উপন্যাস

(১০) 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), (১১) 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), (১২) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), (১৩) 'রজনী' (১৮৭৭), (১৪) 'রাধারাণী' (১৮৮৬)

বিষয়বস্তু → 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশুদ্ধ রোমান্সে মগ্ন হয়েছিলেন সেখানে দীর্ঘকাল বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তিনি জীবনের গভীরতর প্রদেশে অবগাহন করে শিল্পসৌন্দর্যের উপকরণ সংগ্রহ করতে চান, রোমান্সমগ্ন পরিবেশের মধ্যেই মানবজীবন ও বিশ্ব-নিয়মের রহস্যাবৃত সত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কপালকুণ্ডলায় ও মৃণালিনীতে, একদিকে মানুষের প্রেম-কামনার দাবদাহ, অপরদিকে নিরাসক্ত প্রকৃতির রহস্য — বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা ও মনোরমার পরিণতিকে আশ্রয় করে মেলা বিষয়বিমূঢ় হয়ে গেলেন। সামাজিক বিষবৃক্ষ উপন্যাসে তিনি মানবের জীবনসমস্যাকে দার্শনিক রহস্যলোক থেকে সমাজভূমিতে নামিয়ে আনেন। এই সমস্যার প্রধান চারটি উপন্যাসে (বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল) মুক্তপ্রেম এবং সামাজিক নীতিবোধের সংঘর্ষকে তীব্রভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এছাড়া বেশী সামাজিক উপন্যাস তিনি

JANUARY 28 26TH DAY MONDAY 2008

EXAM উপন্যাস (*) প্রবন্ধ (*)

(৭) ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়ন কর। (২৮০৮-০৪)

ভূমিকা → বঙ্কিম প্রতিভা এত বিচিত্র, বিশাল ও ঐশ্বর্যময় যে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা বেশ কঠিন। তিনি ঔপন্যাসিক, কবি-গীতিকার, বেগুবরসের লেখক এবং প্রবন্ধকার। তাঁকে আমরা প্রধানত ঔপন্যাসিক বলে জানলেও প্রবন্ধে তাঁর আসংবৃত কৃতিত্ব দেখা যায়। বাংলা ঔপন্যাসের প্রকৃত স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি কিশোরে সাহিত্যক্ষেত্রে যখন প্রথম অবতীর্ণ হন তখন কবি ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন নবীন লেখকসম্প্রদায়ের খুব বড় একজন উৎসাহদাতা। ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রখ্যাত কবি রঙ্গলালের কবিতা বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। প্রথম জীবনে মাত্র ষোলো বছর বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি লেখেন তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা ও মানস', তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's Wife' (1864).

পরিচয় → বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমপর্যায়ের প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি দু-তিনজনই মাত্র জন্মেছেন, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের যে সম্ভাবনা মিসেস ম্যাকেঞ্জি, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ও দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সাক্ষাৎভাবে দেখা গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র তা বিস্ময়কর বিকাশ লাভ করল। পূর্ববর্তীদের নিকট তাঁর ঋণের পরিমাণ স্বল্প কিন্তু পরবর্তীদের উপরে তিনি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন।